সাপ্তাহিক পুস্তিকা: ১৮৩
WEEKLY BOOKLET:183

ফয়যানে রজব

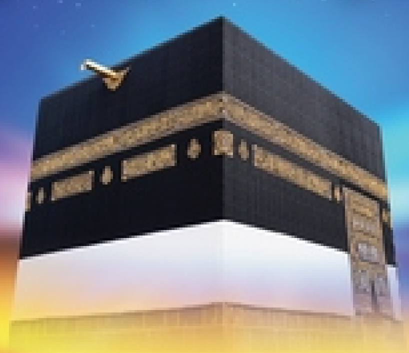

- দোয়া কবুল হয়ে থাকে
- কল্যাণের চাবি
- আল্লাহ্ পাকের মাস
- রজবের কুন্ডা

উপস্থাপনায়:
আল-মদীনাতুল ইলমিয়া মজলিশ
(দা'ওয়াতে ইসলামী)
Islamic Research Center

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

ফয়যানে রজব

আত্তারের দোয়াঃ হে **মুস্তফার প্রতিপালক!** যে ব্যক্তি এই "**ফয়যানে রজব**" পুস্তিকাটি পাঠ করে বা শুনে নিবে, তাকে রজব মাসের বরকত দ্বারা সমৃদ্ধ করো আর তাকে বিনা হিসাবে ক্ষমা করো। اٰمِين بِجاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

দরূদ শরীফের ফযিলত

এক বুযুর্গ ব্যক্তি স্বপ্নে "ভয়ঙ্কর বিপদ" দেখলো, আতঙ্কগ্রস্থ হয়ে জিজ্ঞাসা করলোঃ তুমি কে? সেই ভয়ঙ্কর বিপদ উত্তর দিলোঃ "আমি হলাম তোমার মন্দ আমল।" জিজ্ঞাসা করলোঃ "তোমার কাছ থেকে মুক্তির উপায় কি?" উত্তর দিলোঃ "**হযরত মুহাম্মদে মুস্তফা** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি অধিকহারে দরূদ পাঠ করা। (আল কওলুল বদী, ২৫৫ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

মজলুমের বদ দোয়া

সাহাবী ইবনে সাহাবী, জান্নাতী ইবনে জান্নাতী, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا বলেনঃ আমি হযরত ওমর

ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর খেদমতে উপস্থিত ছিলাম, এমন সময় এক বৃদ্ধ লোক যাচ্ছিলো, যে ছিলো অন্ধ ও পঙ্গু, তার সামনে সামনে এক ব্যক্তি হাটছিলো, যে তাকে কঠোরতার সহিত টেনে নিয়ে যাচ্ছিলো। হযরত ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এই দৃশ্য দেখে বললেন: আমি এরূপ জঘন্য দৃশ্য আজকের পূর্বে আর কখনো দেখিনি। অতঃপর তাঁর খেদমতে "আয়ায" নামক এক ব্যক্তি সেই লোকটি সম্পর্কে সম্পূর্ণ ঘটনাটি শুনালো যে, হে আমীরুল মুমিনিন! সাবগার দশটি ছেলে ছিলো আর আমি তার চাচাতো ভাই, আমার ভাইদের মধ্যে আমি ছাড়া আর কেউ বেঁচে নেই। আমি আমার চাচার দশজন ছেলে অর্থাৎ চাচাতো ভাইদের পাশে থাকতাম, তারা আমার প্রতি অন্যায় অবিচার করতো আর আমার সম্পদ অন্যায় ভাবে ছিনিয়ে নিতো, আমি তাদেরকে **আল্লাহ**র ভয় দেখাতাম, আত্মীয়তা ও প্রতিবেশিত্বের দোহাই দিতাম যে, আমার উপর থেকে অত্যাচারের হাত ফিরিয়ে নাও, কিন্তু এই দোহাইও আমাকে তাদের অত্যাচার থেকে বাঁচাতে পারেনি।

অতএব আমি তাদেরকে তাদের অবস্থার উপর ছেড়ে দিলাম, এমনকি যখন মহিমান্বিত মাস (রজব) এলো, তখন আমি আকাশের দিকে হাত তুলে তাদের জন্য বদদোয়া

করলাম: “হে **আল্লাহ পাক**! আমি অন্তরের অন্তস্থল থেকে দোয়া করছি: তুমি একজন ব্যতীত সাবাগার সকল ছেলেদের ধ্বংস করে দাও এবং সেই একজনকে পঙ্গু ও অন্ধ করে দাও আর এমন কোন ব্যক্তি দাও, যে তাকে কঠোরতার সহিত টানতে থাকবে।” সেই বছরেই এক এক করে তাদের মধ্যে নয়জন ছেলে মারা গেলো এবং এই একজন বেচেঁ রইলো, যে অন্ধ হয়ে গেছে ও তার পাও অকেজো হয়ে গেছে, যেমনটি আপনি দেখছেন। হযরত ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ বললেন: নিশ্চয় এটি খুবই আশ্চর্যজনক ঘটনা।

(কিতাবুল বিরবে ওয়াস সিলাহ লি ইবনে জাওযী, ১৬৭ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো? অত্যাচারের পরিণতি কিরূপ ভয়ানক হয়ে থাকে। হযরত শায়খ মুহাম্মদ বিন ইসমাঈল বুখারী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ “**সহীহ বুখারী**”তে লিখেন: হযরত আবু মূসা আশআরী رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ থেকে বর্ণিত; **রাসূলে পাক** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: নিশ্চয় **আল্লাহ পাক** অত্যাচারীকে সুযোগ দিয়ে থাকেন, এমনকি যখন তাকে পাকড়াও করে নেন তখন তাকে আর ছাড়েন না। এতটুকু ইরশাদ করে **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ১২তম পারার সূরা হুদের ১০২নং আয়াত তিলাওয়াত করলেন:

وَكَذٰلِكَ اَخْذُ رَبِّكَ اِذَآ اَخَذَ الْقُرٰى وَهِىَ ظَالِمَةٌ ؕ اِنَّ اَخْذَهٗۤ اَلِيْمٌ شَدِيْدٌ ﴿۱۰۲﴾

(পারাঃ ১২, সূরাঃ হুদ, আয়াতঃ ১০২)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ এবং অনুরূপই তোমার রবের পাকড়াও, যখন বস্তিগুলোকে পাকড়াও করেন তাদের অত্যাচারের কারণে। নিশ্চয় তাঁর পাকড়াও বেদনাদায়ক, কঠিন।

হামেশা হাত ভালাই কে ওয়াসতে উঠে,
বাচানা যুলম ও সিতম সে মুঝে সদা ইয়া রব!
গুনাহ গার তলবগার আফউ ও রহমত হে,
আযাব সাহনে কা কিস মে হে হোচলা ইয়া রব!
কাহেঁ কা আহ! গুনাহোঁ নে আব নেহী ছোড়া,
আযাবে নার সে আত্তার কো বাঁচা ইয়া রব!

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

দোয়া কবুল হয়ে থাকে

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বর্ণনাকৃত ঘটনা থেকে এটাও জানা গেলো, রজবুল মুরাজ্জব মাসে দোয়া কবুল হয়ে থাকে, **তারিখে ইবনে আসাকিরের** একটি দীর্ঘ বর্ণনায় রয়েছেঃ জাহেলী যুগেও মানুষ এই মাসের সম্মান করতো, নিজের উপর করা অত্যাচারের বিরুদ্ধে কোন বদদোয়া করতো না কিন্তু রজবুল মুরাজ্জব মাস আসলে তবে অত্যাচারীর বিরুদ্ধে দোয়া করতো আর সেই দেয়া কুবল হয়ে যেতো।

(তারিখে ইবনে আসাকির, ৪৫/৮১)

হযরত ইমাম যাকারিয়া কাযভীনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: অনেক হাদীসে মুবারাকা রজব মাসের মহত্ব ও শানের দলীল বহন করে যে, এই মাসে ইবাদত এবং দোয়া কবুল হয়ে থাকে। (আজায়িবুল মাখলুকাত, ৬৯ পৃষ্ঠা)

হাত উঠতে হি বর আয়ে হার মুদ্দাআ,
ওহ দোয়াউঁ মে মওলা আচর চাহিয়ে।
আপনে আত্তার পর হো করম বার বার,
ইযন, তায়িবা কা বারে দিগর চাহিয়ে।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

চারটি মাস

রজবুল মুরাজ্জব খুবই বরকতময় মাস। এটি সম্মানিত ঐ চারটি মাসের মধ্যে একটি, যার মহত্ব ও শান কোরআন ও হাদীসে বর্ণনা করা হয়েছে। সাহাবী ইবনে সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا বলেন: **“আল্লাহ পাক** ১২টি মাসের মধ্যে চারটি মাসকে বিশেষত্ব দান করেছেন এবং এর সম্মানকে মহত্ববান করেছেন আর এতে গুনাহ করাকে বড় গুনাহ ঘোষনা করে দিয়েছেন।”

(তাফসীরে ইবনে আবী হাতিম, ৫/৪৬, নম্বর ১০৩৩৭)

১০ম পারার সূরা তাওবার ৩৬নং আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে:

اِنَّ عِدَّةَ الشُّهُوْرِ عِنْدَ اللّٰهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِیْ كِتٰبِ اللّٰهِ یَوْمَ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ مِنْهَاۤ اَرْبَعَةٌ حُرُمٌؕ ذٰلِكَ الدِّیْنُ الْقَیِّمُ ۙ۬ فَلَا تَظْلِمُوْا فِیْهِنَّ اَنْفُسَكُمْ

(পারা: ১০, সূরা: তাওবা, আয়াত: ৩৬)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: নিশ্চয় মাসগুলোর সংখ্যা **আল্লাহর** নিকট বার মাস, **আল্লাহর** কিতাবের মধ্যে, যখন থেকে **তিনি** আসমান যমীন সৃষ্টি করেছেন। তন্মধ্যে চারটি সম্মানিত, এটা সোজা দ্বীন। সুতরাং এ মাসগুলোর মধ্যে নিজেদের আত্মাগুলোর উপর অত্যাচার করো না।

তাবেয়ী বুযুর্গ হযরত কাতাদাহ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ বলেন: সম্মানিত মাস সমূহে নেক আমলের প্রতিদান বাড়িয়ে দেয়া হয় এবং সম্মানিত মাসগুলোতে অত্যাচার ও গুনাহ অন্যান্য মাসের তুলনায় আরো বড় গুনাহ হয়ে যায়, যদিও অত্যাচার ও গুনাহ সর্বাবস্থায় বড়। **(তাফসীরে বাগভী, ২/২৪৪)**

রজবকে রজব কেন বলা হয়?

খাদেমুন নবী, জান্নাতী সাহাবী, হযরত আনাস বিন মালিক رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ বলেন: **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর দরবারে আরয করা হলো যে, (রজব মাসের) নাম রজব কেন রাখা হলো? ইরশাদ করলেন: কেননা এতে শা'বান ও রমযানের জন্য অনেক বেশি কল্যাণ বাড়িয়ে দেয়া হয়।

(ফাযায়িলে শাহরু রজব লিল খলল, ৪৭ পৃষ্ঠা)

রজবের আরো একটি নাম

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! রজবুল মুরাজ্জব মাসের আরো একটি নাম হলো "**শাহরে আচাম**" অর্থাৎ বধির মাস। অতএব আমার আক্বা আলা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত, ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ **ফতোওয়ায়ে রযবীয়ায়** এই নামের কারণ কিছুটা এভাবে বর্ণনা করেন: প্রতিটি মাস নিজের মাঝে সংগঠিত সকল প্রকার ঘটনাবলী সাক্ষী দিবে শুধু রজব মাস ব্যতীত যে, ভাল গুলো বর্ণনা করবে আর খারাপগুলো আলোচনা এলে বলবে আমি বধির ছিলাম, আমি জানিনা, তাই একে "**শাহরে আচাম**" বলা হয়।

(ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২৭/৪৯৬)

ইবাদত মে, যিয়াযত মে, তিলাওয়াত মে লাগা দেয় দিল,
রজব কা ওয়াসেতা দেয়তা হোঁ ফরমা দেয় করম মওলা!

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!   صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

মুখের হিফাযত

আরিফ বিল্লাহ শায়খ যিয়াউদ্দীন আব্দুল আযীয দেরীনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কিছু ওলামায়ে কিরাম থেকে উদ্ধৃত করেন: যদি জাহেলী যুগের মানুষ (রজব মাসে) বল্লম লুকিয়ে রাখে এবং যুদ্ধ বিরতি পালন করে তবে মুসলমানরা এতে নিজের

মুখের হিফাযত কেন করবে না আর অসম্মান করা থেকে কেন বিরত থাকবে না। নিশ্চয় অনেক সময় মুখ খোলা তরবারি ও বল্লমের ডগা থেকেও বেশি ক্ষতি করতে পারে।

(তাহারাতুল কুলুব, ১২৫ পৃষ্ঠা)

কুফ্লে মদীনা দিবস

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যদি আমাদের মুখের কুফ্লে মদীনা লাগানো (অর্থাৎ শুধুমাত্র প্রয়োজনীয় কথা বলা) নসীব হয়ে যায় তবে অসংখ্য বিপদ থেকে মুক্তি অর্জিত হতে পারে, اَلْحَمْدُ لِلّٰه আশিকানে রাসূলের দ্বীনি সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র দ্বীনি পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত অসংখ্য সৌভাগ্যবান ইসলামী ভাই ও ইসলামী বোন "**মুখের কুফ্লে মদীনা**" লাগিয়ে থাকে এবং "**কুফ্লে মদীনা দিবস**"ও উদযাপন করে থাকে। এমনিতে তো আমাদেরকে শেষ নিশ্বাস পর্যন্ত মুখ, চোখ, কান এবং পেটের হিফাযত করা উচিৎ, মুখ ও কানকে গুনাহে ভরা এবং অহেতুক কথাবার্তা বলা ও শুনা থেকে, চোখকে গুনাহে ভরা দৃশ্য এবং অহেতুক এদিক সেদিক তাকানো থেকে এবং পেটকে হারাম ও অহেতুক খাবার থেকে বাঁচাতে হবে, প্রতি মাসের প্রথম সোমবার শরীফে এই ওয়াদাটি নতুনভাবে সতেজ করা এবং এতে অটলতা পেতে শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত হযরত আল্লামা মাওলানা মুহাম্মদ

ইলইয়াস আত্তার কাদেরী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর পুস্তিকা "**নিশ্চুপ শাহজাদা**" পাঠ করতে হবে। মনে রাখবেন! কুফ্লে মদীনার উদ্দেশ্য কখনোই এটা নয় যে, জায়িয কথাও বলা যাবে না, যেমন; কেউ সালাম দিলো বা হাঁচি দেয়ার পর "اَلْحَمْدُ لِلّٰه" বললো অথবা আযানের আওয়াজ শুনা গেলো তখন এর উত্তর অবশ্যই প্রদান করবে, এমনকি যেসকল বিষয়ের উত্তর দেয়া ওয়াজিব আর এর উত্তর না দেয়ার কারণে গুনাহগার হবে। মুখের কুফ্লে মদীনার উদ্দেশ্য হলো, নিজের মুখকে অহেতুক কথাবার্তা বলা থেকে বিরত রাখা, কেননা অহেতুক কথাবার্তা বলা থেকে চুপ থাকা উত্তম আর নেকীর দাওয়াত ইত্যাদি দেয়া চুপ থাকা থেকে উত্তম। হায়! যদি **বুখারী শরীফে**র এই হাদীসে পাকটি আমাদের মন ও মননে মিশে যেতো, যাতে রয়েছে: مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا اَوْلِيَصْمُتْ অর্থাৎ "যে ব্যক্তি **আল্লাহ পাক** ও কিয়ামতের প্রতি বিশ্বাস রাখে, তার উচিৎ, ভাল কথা বলা অথবা চুপ থাকা।"

(বুখারী, ৪/১০৫, হাদীস ৬০১৮)

রাফতার কা গুফতার কা কিরদার কা দেয় দেয়,
হার উযউ কা দেয় মুঝ কো খোদা কুফ্লে মদীনা।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

কল্যাণের চাবি

ইমাম আবু হামিদ মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাযালী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেনঃ রজবকে اَلْاَصَبّ (অর্থাৎ প্রবল জোয়ার)ও বলা হয়, এই কারণে যে, এই মুবারক মাসে তাওবাকারীদের উপর রহমতের জোয়ার বৃদ্ধি পায় এবং ইবাদতকারীদের প্রতি কবুলিয়্যতের নূররাশির ফয়েয হয়ে থাকে। (মুকাশাফাতুল কুলব, ৩০১ পৃষ্ঠা) হযরত আল্লামা ইউসুফ বিন আব্দুল হাদী হাম্বলী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেনঃ "রজব মাস হলো মঙ্গল ও কল্যাণের চাবি।" (ইসলামী মাহিনো কি ফাযায়িল, ১২৭ পৃষ্ঠা)

রজবের আকাঙ্ক্ষী বুযুর্গ

একজন নেককার আলিমে দ্বীন রজবুল মুরাজ্জব মাসের পূর্বে অসুস্থ হয়ে গেলো, তখন বলতে লাগলোঃ আমি **আল্লাহ পাকে**র নিকট দোয়া করেছিঃ আমার ওফাত যেনো রজবুল মুরাজ্জব মাসে করেন, কেননা আমি জানতে পেরেছি; রজব মাসে **আল্লাহ পাক** বান্দাদেরকে (দোযখ থেকে) মুক্ত করে দেন। অতএব **আল্লাহ পাক** তাকে রজবুল মুরাজ্জবের মুবারক মাস দান করলেন এবং এই মাসেই তার ইন্তেকাল হলো। (লাতায়িফুল মা'আরিফ, ১৩৮ পৃষ্ঠা)

মউত ঈমাঁ পে দেয় মদীনে মে, অউর মাহ্মদ আকিবাত ফরমা।
তু শরফ যেরে গুম্বদে খাযরা, মুঝ কো মরনে কা মারহামাত ফরমা।
সরফরায অউর সুরখুরু মওলা, মুঝ কো তু রোযে আখিরাত ফরমা।

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

নেককাজ করার সময় মৃত্যু

হে আশিকানে সাহাবা ও আহলে বাইত! সাহাবায়ে কিরাম عَلَیۡہِمُ الرِّضۡوَان এই বিষয়টি পছন্দ করতেন যে, তাঁদের ইন্তেকাল (Death) যেনো কোন ভাল কাজে যেমন; হজ্ব, ওমরা, জিহাদ, রমযানের রোযা ইত্যাদির সময় হয়।

(সিফতুস সাফওয়া লিইবনে জাওযী, ২/৫৯)

দোয়ায়ে মুস্তফা

খাদেমুন নবী, জান্নাতী সাহাবী, হযরত আনাস বিন মালিক رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বলেন: যখন রজবুল মুরাজ্জব মাস আসতো তখন **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এই দোয়া করতেন: اَللّٰھُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْ رَجَبٍ وَّشَعْبَانَ وَبَلِّغْنَا رَمَضَان **অনুবাদ:** হে **আল্লাহ!** আমাদেরকে রজব ও শাবানে বরকত দান করো এবং আমাদেরকে রমযানের সাথে মিলিয়ে দাও। (মওসুআতি ইবনে আবীদ দুনিয়া, ১/৩৬১, হাদীস: ১)

হাকীমুল উম্মত, হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খান নঈমী رَحۡمَةُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এই হাদীসে পাকের ব্যাখ্যায় বলেন: অর্থাৎ

রজবে আমাদের ইবাদতে বরকতে দাও এবং শাবানে বিনয় ও একাগ্রতা দাও আর রমযান পেয়ে তাতে রোযা ও কিয়াম (নামায) নসীব করো। সুফীয়ায়ে কিরাম رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام বলেন: রজব হলো বীজ বপনের মাস, শাবান পানি দেয়ার এবং রমযান ফসল কাটার মাস। রজব মাসে অধিকহারে নফল নামায পড়ার চেষ্টা করো, শাবানে নিজের গুনাহের কারণে কান্না করো এবং রমযানে **দয়ালু প্রতিপালককে** সন্তুষ্ট করে এই ক্ষেতকে সুন্দরভাবে কাটো। (মিরাতুল মানাজিহ, ২/৩৩০)

ইবাদত মে, রিয়াযত মে, তিলাওয়াত মে লাগা দেয় দিল,
রজব কা ওয়াসেতা দেয়তা হোঁ ফরমা দেয় করম মওলা!
বারাআত দেয় আযাবে কবর সে নারে জাহান্নাম সে,
মাহে শাবান কে সদকে মে কর ফযল ও করম মওলা!
মে রহমত, মাগফিরাত, দোযখ সে আ'যাদী কা সায়িল হোঁ,
মাহে রমযান কে সদকে মে ফরমা দেয় করম মওলা!

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!   صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

আল্লাহ পাকের মাস

আল্লাহ পাকের সর্বশেষ নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: رَجَبٌ شَهْرُ اللهِ وَشَعْبَانُ شَهْرِىْ وَرَمَضَانُ شَهْرُ اُمَّتِىْ অর্থাৎ রজব **আল্লাহ পাকের** মাস, শাবান আমার মাস আর রমযান আমার উম্মতের মাস। (মুসনাদুল ফেরদাউস, ২/২৭৫, হাদীস ৩২৭৬)

রজবুল মুরাজ্জবের প্রথম রাত

রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: পাচঁটি রাত এমন রয়েছে, যাতে দোয়া ফিরিয়ে দেয়া হয়না: (১) রজবের প্রথম (অর্থাৎ চাঁদ) রাত (২) পনের শাবান (শবে বরাত) এর রাত (৩) বৃহস্পতিবার ও শুক্রবারের মধ্যবর্তী রাত (অর্থাৎ বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত) (৪) ঈদুল ফিতরের (চাঁদ) রাত (৫) ঈদুল আযহা (অর্থাৎ যিলহজ্জের ১০ম) এর রাত। **(তারিখে ইবনে আসাকির, ১০/৪০৮)**

জান্নাতে প্রবেশ

হযরত খালিদ বিন মি'দান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: যে রজবের প্রথম রাতের সত্যায়নে সাওয়াবের নিয়্যতে তা ইবাদতে অতিবাহিত করে এবং এর দিনে রোযা রাখে তবে **আল্লাহ পাক** তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।

(ফাযায়িলু শারহে রজব লি খাল্লাল, ১০ পৃষ্ঠা। গুনিয়াতুত তালিবিন, ১/৩২৭)

অধিকহারে ইস্তিগফার

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: রজব মাসে অধিকহারে ইস্তিগফার করো, নিশ্চয় এর প্রতিটি মুহুর্তে **আল্লাহ পাক** অসংখ্য মানুষকে আগুন থেকে মুক্তি দান করেন।

(মুসনাদিল ফেরদাউস, ১/৮১, হাদীস ২৪৭)

রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি রজব ও শাবানে সাতবার এরূপ বললো: اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الْعَظِيْمَ الَّذِىْ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَىَّ الْقَيُّوْمَ ، وَاَتُوْبُ اِلَيْه تَوْبَةَ عَبْدٍ ظَالِمٍ لِّنَفْسِه، لَايَمْلِكُ لِنَفْسِه مَوْتًا وَّحَيَاةً وَّلَا نُشُوْرًا، তবে **আল্লাহ পাক** তার উপর নিযুক্ত ফিরিশতাদেরকে (অর্থাৎ কিরামান কাতিবান) ইরশাদ করবেন: তার গুনাহের আমলনামা মুছে দাও। (আল আদাবু ফি রজব, ৩৯ পৃষ্ঠা)

হযরত আশরাফ জাহাঙ্গীর সিমনানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর মলফুযাতে রয়েছে: রজব মাসে অধিকহারে ইস্তিগফার করো, যে ব্যক্তি রজব মাসে তিন হাজারবার এভাবে ইস্তিগফার পাঠ করবে, তাকে ক্ষমা করে দেয়া হবে: اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ مِنْ جَمِيْعِ الذُّنُوْبِ وَالْاٰثَام ـ। (লাতায়িফ আশরাফী, ২/২৩২)

হযরত ওয়াহহাব বিন মুনাব্বিহ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: দুনিয়ার সকল নদী রজবুল মরাজ্জবে রজবের সম্মানে যমযমের যিয়ারত করে থাকে এবং আমি **আল্লাহ পাকের** কিতাবগুলোর মধ্যে কোন কিতাবে পড়েছি: যে ব্যক্তি রজবুল মুরাজ্জব মাসে সকাল ও সন্ধ্যা হাত উঠিয়ে সত্তরবার এভাবে মাগফিরাতের দোয়া করবে: "اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ وَارْحَمْنِىْ وَتُبْ عَلَىَّ **অনুবাদ:** হে **আল্লাহ**! আমাকে ক্ষমা করে দাও,আমার প্রতি দয়া করো এবং আমার তাওবা কবুল করো।" তার শরীরকে কখনো আগুন স্পর্শ করবে না। (তাহারাতুল কুলুব, ১২৬ পৃষ্ঠা)

ইয়া খোদা মেরী মাগফিরাত ফরমা, বাগে ফেরদৌস মারহামাত ফরমা।
তু গুনাহোঁ কো কর মুয়াফ আল্লাহ! মেরী মাকবুল মা'যিরাত ফরমা।
হো না আত্তার হাশর মে রুসওয়া, বে হিসাব ইস কি মাগফিরাত ফরমা।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

নফল রোযা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! কিছু না কিছু নফল রোযা রাখারও অভ্যাস বানানো উচিৎ, কেননা এর অনেক বড় প্রতিদান ও সাওয়াব রয়েছে। তাছাড়া রমযানুল মুবারকের পূর্বে কিছু না কিছু নফল রোযা রাখার সৌভাগ্য অর্জিত হয়ে যাবে, রমযানুল মুবারকে ফরয রোযা রাখা এবং দিনে ক্ষুধার্ত ও পিপাসার্ত থাকার অভ্যাস হয়ে যাবে আর রোযা রাখাতে শারীরিক ভাবেও অসংখ্য উপকারীতা রয়েছে।

সারা বছরের রোযা

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: নিশ্চয় রজব অনেক মহত্বপূর্ণ একটি মাস, এই মাসে নেকীর প্রতিদান বাড়িয়ে দেয়া হয়, যে ব্যক্তি এই মাসে কোন একদিন রোযা রাখলো, তবে তা এমন যেনো সারা বছর রোযা রেখেছে।

(মিযানুল এ'তেদাল, ৩/৪৯)

সাহাবী ইবনে সাহাবী, জান্নাতী ইবনে জান্নাতী, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا কে জিজ্ঞাসা করা হলো:

নবীয়ে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কি রজবুল মুরাজ্জবে রোযা রাখতেন? বললেন: হ্যাঁ! এতে সাহসও জোগাতেন।

(কানযুল উম্মাল, ২য় অংশ, ৪/৩০১, হাদীস ২৪৫৯৬)

জান্নাতী মহল

হযরত সায়্যিদুনা আবু কিলাবা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: রজবের রোযাদারদের জন্য জান্নাতে একটি মহল রয়েছে।

(শুয়াবুল ঈমান, ৩/৩৬৮, হাদীস ৩৮০২)

হযরত সূফিয়ান ছওরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: আমার সম্মানিত মাসে রোযা রাখা অধিক পছন্দনীয় এবং বর্ণিত আছে, যখন রজবের প্রথম জুমার এক তৃতীয়াংশ রাত অতিবাহিত হয় তখন কোন ফিরিশতা অবশিষ্ট থাকে না, সবাই রজবের রোযাদারের জন্য ক্ষমার দোয়া করতে থাকে।

(মুকাশাফাতুল কুলুব, ৬২১ পৃষ্ঠা)

জাহান্নামের দরজা বন্ধ

আরিফ বিল্লাহ শায়খ যিয়াউদ্দীন আব্দুল আযীয দিরিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: বর্ণিত আছে, যে ব্যক্তি রজবের সাতটি রোযা রাখলো, তার জন্য জাহান্নামের দরজা বন্ধ করে দেয়া হয় এবং যে ব্যক্তি দশটি রোযা রাখলো, সে **আল্লাহ পাকের** নিকট যা প্রার্থনা করবে তাকে তা প্রদান করা হবে। আর নিশ্চয় জান্নাতে একটি মহল রয়েছে, যার সামনে দুনিয়া

একটি পাখির বাসার সমান, সেই মহলে শুধুমাত্র রজবের রোযাদাররাই প্রবেশ করবে। (তাহারাতুল কুলুব, ১২৫ পৃষ্ঠা)

রজবের প্রথম রাতে ইন্তেকাল

হযরত আল্লা মা আবুল হাসান আলী বিন আহমদ ইয়াযদি বাগদাদী শাফেয়ী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর অভ্যাস ছিলো যে, তিনি রজবের রোযা রাখতেন। তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ওসীয়ত করেছিলেন যে, আমাকে ইন্তিকালের তিনদিন পর দাফন করো, এমন যেনো না হয় যে, তখন আমি বেহুশ অবস্থায় মধ্যে অবস্থান করছি কিন্তু একবার রজবুল মুরাজ্জবের আগমনের কিছুদিন পূর্বে বলেন: আমি ওসীয়ত ফিরিয়ে নিচ্ছি, আমাকে ইন্তিকালের সাথেসাথে দাফন করে দিবে, কেননা আমি স্বপ্নে **আল্লাহ পাকের প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত করি, **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমাকে ইরশাদ করেন: يَا عَلِيُّ صُمْ رَجَبًا عِنْدَنَا অর্থাৎ হে আলী! রজবের রোযা আমার কাছে এসে রেখো। অতএব রজবের প্রথম রাতে তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ইন্তেকাল করেন। (সিয়লে আলামুন নিবলা, ১৫/১১৬)

আল্লাহ পাকের রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তার সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

জব তেরী ইয়াদ মে দুনিয়া সে গেয়া হে কোয়ী,
জান লেনে কো দুলহান বন কে কাযা আয়ি হে।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

মদীনার সফর

জান্নাতী সাহাবী, মুসলমানদের দ্বিতীয় খলিফা, হযরত ওমর ফারুকে আযম ও অন্যান্য সাহাবায়ে কিরামগণ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ রজবুল মুরাজ্জবে ওমরা করা পছন্দ করতেন। মহিলা সাহাবী বিনতে সাহাবী, সকল মুসলমানের আম্মাজান হযরত বিবি আয়েশা সিদ্দিকা رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا এবং হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَاও রজবুল মুরাজ্জবে ওমরা আদায় করতেন। প্রসিদ্ধ তাবেয়ী বুযুর্গ ইমাম ইবনে সীরিন رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْه বলেন: আমাদের বুযুর্গ (অর্থাৎ সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان) রজবুল মুরাজ্জবে ওমরা করতেন। (লাতায়িফুল মাআরিফ, ১৩৭ পৃষ্ঠা)

ইযন মিল জায়ে গর মদীনে কা, কাম বন জায়ে গা কমিনে কা।
উস কি কিসমত পে রশক আ'তা হে, জু মুসাফির হো মদীনে কা।
তুঝ পে রহমত হো যায়িরে তায়্যিবা! যা, নিগাহবাঁ খোদা সফীরে কা।
হাম কো ভি ওহ বুলায়ে গে ইক দিন. ইযন মিল জায়ে গা মদীনে কা।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

রজবের কুন্ডা

হে আশিকানে সাহাবা ও আহলে বাইত! প্রসিদ্ধ তাবেয়ী বুযুর্গ, পবিত্র আহলে বাইতের উজ্জল প্রদীপ, হযরত ইমাম জাফর সাদিক رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর ইছালে সাওয়াবের জন্য ক্ষীর, পুরি এবং টিক্কা ইত্যাদি বানিয়ে ফাতিহাখানি করা হয়, যাকে "**কুন্ডা**" বলা হয়। অনুরূপভাবে "**তাবারুকের রুটি**"ও ফাতিহাখানি করা হয়। নিঃসন্দেহে এসবের মূল হলো ইছালে সাওয়াব, যা শতভাগ জায়িয যদি কোন ব্যাপারে শরীয়তের বিরোধীতা না হয়। পুরো রজব মাস বরং সারা বছরই যখন ইচ্ছা ইছালে সাওয়াবের জন্য কুন্ডায় নিয়ায বিতরন করা যায়, তবে ১৫ রজবুল মুরাজ্জবেই "**রজবের কুন্ডা**" করা উচিৎ, কেননা এটিই হলো "**ওরশের দিন**", **ফতোওয়ায়ে ফকীহে মিল্লাত** ২য় খন্ডের ২৬৫ পৃষ্ঠায় রয়েছেঃ "হযরত ইমাম জাফর সাদিক رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর ফাতিহা ১৫ রজবেই করো, কেননা তাঁর ওফাত ১৫ রজবেই হয়েছিলো।"

সিদকে সাদিক কা তাসাদ্দুক সাদিকুল ইসলাম কর,
বে গযব রাজি হো কাযিম অউর রযা কে ওয়াসতে।

শেরের ব্যাখ্যাঃ হে **আল্লাহ**! তোমাকে ইমাম জাফর সাদিক رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর "**সিদক**" (অর্থাৎ সত্য হওয়ার) দোহাই, আমাকে ঈমানের নিরাপত্তা নসীব করো এবং ইমাম

মূসা কাযিম ও ইমাম আলী রযা رَحۡمَةُ اللّٰهِ عَلَيۡهِمَا এর সদকায় আমার প্রতি অসন্তুষ্ট না হয়েই সন্তুষ্ট হয়ে যাও।

(শরহে শাজারা শরীফ, ৫৭ পৃষ্ঠা)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর মেরাজ

হে আশিকানে রাসূল! রজব মাসে একটি রাত এমন রয়েছে, যা অসংখ্য বরকত, মহত্ব ও ফযিলতময়, এই রাতে আমাদের **প্রিয় নবী, মেরাজ রজনির দুলহা** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর মেরাজের মহান মুজিযা প্রদান করা হয়েছে। হযরত আল্লামা আহমদ বিন মুহাম্মদ কাস্তালানি رَحۡمَةُ اللّٰهِ عَلَيۡهِ কিছু আরেফিনদের (অর্থাৎ **আল্লাহ পাকে**র পরিচয় লাভকারী বুযুর্গ رَحِمَهُمُ الله) এর বাণী উদ্ধৃত করেন: **রাসূলে পাক** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর ৩৪বার মেরাজ হয়েছে, এর মধ্যে একবার শারীর (ও রূহ) সহকারে আর অবশিষ্টগুলো শুধু রূহ সহকারে স্বপ্নের মাধ্যমে হয়েছে। (মাওয়াহিবুল লাদুনিয়া, ২/৩৪১)

হে সফ আ'রা সব হুর ও মালাক অউর গিলামঁ খুলদ সাজাতে হে,
ইক ধুম হে আরশে আযম পর মেহমান খোদা কে আ'তে হে।
কুরবান মে শান ও আযমত পর সূয়ে হে চেয়ন সে বিসতর পর,
জিব্রিলে আমীঁ হাজির হো কর মে'রাজ কা মুচদা সুনাতে হে।
জিব্রিলে আমিন বুরাক লিয়ে জান্নাতে সে যমিঁ পর আ' পৌহছে,
বা'রাত ফিরিশতোঁ কি আয়ি মে'রাজ কো দুলহা জাতে হে।

মেরাজ শরীফকে অস্বীকার করা কেমন?

প্রশ্ন: মেরাজ শরীফকে অস্বীকারকারীর বিধান কি?

উত্তর: মেরাজের সফরের তিনটি অংশ রয়েছে: (১) আসরা (২) মেরাজ (৩) এ'রাজ বা উরুজ। প্রথম অংশ হলো আসরা, যা কোরআনে পাকের আয়াতের অংশ দ্বারা অকাট্যভাবে প্রমাণিত: যেমনটি ১৫তম পারা সূরাতুল আসরা (এই সূরাকে বনী ইসরাঈলও বলা হয়) এর প্রথম আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে:

سُبْحٰنَ الَّذِیْۤ اَسْرٰی بِعَبْدِهٖ لَیْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلَی الْمَسْجِدِ الْاَقْصَا الَّذِیْ بٰرَكْنَا حَوْلَهٗ لِنُرِیَهٗ مِنْ اٰیٰتِنَا ؕ اِنَّهٗ هُوَ السَّمِیْعُ الْبَصِیْرُ ﴿۱﴾

(পারা: ১৫, বনী ইসরাইল, আয়াত: ১)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: পবিত্রতা তাঁরই জন্য , যিনি আপন বান্দাকে রাতারাতি নিয়ে গেছেন মসজিদ-ই হারাম হ'তে মসজিদ ই আকসা পর্যন্ত, যার আশেপাশে আমি বরকত রেখেছি, যাতে আমি তাকে মহান নিদর্শনসমূহ দেখাই; নিশ্চয় তিনি শুনেন, দেখেন।

হযরত আল্লামা মাওলানা সৈয়দ মুহাম্মদ নঈমুদ্দীন মুরাদাবাদী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: ২৭ই রজব মেরাজ হয়েছিলো। মক্কায়ে মুকাররমা থেকে **প্রিয় নবী** (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর বায়তুল মুকাদ্দাস পর্যন্ত রাতের একটি ক্ষুদ্র অংশে তাশরীফ নিয়ে যাওয়া কোরআনের স্পষ্ট আয়াত দ্বারা প্রমাণিত। তা অস্বীকারকারী কাফের আর আসমান সমূহের পরিভ্রমণ ও

নৈকট্যের বিভিন্ন ধাপে পৌঁছা নির্ভরযোগ্য, বিশুদ্ধ ও প্রসিদ্ধ অসংখ্য হাদীস শরীফ দ্বারা প্রমাণিত, যা "**হাদীসে মুতাওয়াতির**" এর পর্যায়ে পৌঁছে গেছে, তা অস্বীকারকারী পথভ্রষ্ট। মেরাজ শরীফ জাগ্রত অবস্থায়, শরীর ও রূহ উভয়টি সহকারে সংঘঠিত হয়েছে। এটাই অধিকাংশ মুসলমানের আক্বীদা আর **রাসূলে পাক** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাহাবীদের একটি বিরাট অংশ এবং হুযুরের শীর্ষস্থানীয় সাহাবীগণ এতেই বিশ্বাসী। (খাযায়িনুল ইরফান, ৫৫১ পৃষ্ঠা) উরুজ বা এরাজ অর্থাৎ **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর চামড়ার চোখে **আল্লাহ পাকের** দীদার করা এবং আরশেরও উপরে যাওয়াকে অস্বীকারকারী গুনাহগার। (কুফরী কালেমাত কে বারে মে সাওয়াল জাওয়াব, ২২৭ পৃষ্ঠা)

খিরদ সে কেহদো কে সর ঝুকা লে গুমাঁ সে গুযরে গুযরনে ওয়ালে
পড়ে হে ইয়াঁ খোদ জিহত কে লালে কেয়সে বাতায়ে কিধার গেয়ে থে

কালামে রযার ব্যাখ্যা: আলা হযরত ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ তাঁর প্রসিদ্ধ "**কসীদায়ে মেরাজ**" এর এই পংক্তিতে বলেন: হে **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মেরাজের সফরকে জ্ঞানের পাল্লায় পরিমাপকারী! নিজের জ্ঞানকে বলো যে, সে যেনো এই "**মহান মুজিযা**" এর সামনে নিজের মাথাকে নত করে নেয়, কেননা **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم মেরাজের রাতে আপন খালিক ও মালিকের নিকট "**লামকান**"

এ তাশরীফ নিয়ে গিয়েছেন, যা আমাদের কল্পনায়ও আসতে পারে না, কারণ তা হলো এমন এক "**স্থান**" যেখানে সামনে, পেছনে, উপরে, নিচে, ডানে, বামে, সকল দিক শেষ হয়ে গেছে বরং দিকও স্বয়ং আশ্চর্য ও চিন্তিত যে, **রাসূলে পাক** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم "**কোথায়**" তাশরীফ নিয়ে গেছেন। (যেমনি ভাবে পরবর্তি লাইনে লিখেন:)

সুরাগ আইন ও মাতা কাহাঁ থা নিশানে কেয়ফ ও ইলা কাহাঁ থা,
না কোয়ী রা হি না কোয়ী সাথী না সঙ্গে মঞ্জিল না মারহালে থে।

রজব সম্পর্কে প্রিয় নবী ﷺ এর ৩টি বাণী

১. রজবে একটি দিন ও রাত রয়েছে, যে ব্যক্তি সেই দিনে রোযা রাখবে এবং রাতে কিয়াম (অর্থাৎ ইবাদত) করবে তবে যেনো শত বছরের রোযা রাখলো আর তা হলো সাতাইশে রজব। **(শুয়াবুল ঈমান, ৩/৩৭৪, হাদীস ৩৮১১)**

২. যে ব্যক্তি রজবের সাতাইশতম দিনে রোযা রাখবে তবে **আল্লাহ পাক** তার জন্য যাট (৬০) মাসের রোযার সাওয়াব লিখে দিবেন। **(ফাযায়িলে শাহরে রজব লিল খাল্লাল, ৭৬ পৃষ্ঠা)**

৩. রজবে একটি রাত রয়েছে, তাতে নেক আমলকারীদের জন্য ১০০ বছরের নেকীর সাওয়াব লিখে দেয়া হয় আর তা হলো রজবের সাতাইশতম রাত। যে ব্যক্তি এতে ১২ রাকাত নফল নামায এমনভাবে পড়বে যে, প্রতি রাকাতে সূরা ফাতিহার

পর যেকোন সূরা এবং প্রতি দুই রাকাতে আত্তাহিয়্যাত পড়বে এবং ১২ রাকাত সম্পন্ন হওয়ার পর সালাম ফিরাবে, এরপর ১০০বার سُبۡحٰنَ اللهِ وَالۡحَمۡدُ لِلّٰهِ وَ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَ اللهُ اَكۡبَرُ পাঠ করবে, ১০০বার ইস্তিগফার, ১০০বার দরূদ শরীফ পাঠ করবে এবং নিজের দুনিয়া ও আখিরাতের ব্যাপারে যা ইচ্ছা দোয়া করবে আর সকালে রোযা রাখবে তবে **আল্লাহ পাক** তার সকল দোয়া কবুল করবেন, শুধুমাত্র গুনাহের জন্য করা দোয়া ব্যতীত। **(শুয়াবুল ঈমান, ৩/৩৭৪, হাদীস ৩৮১২)**

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب!   صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

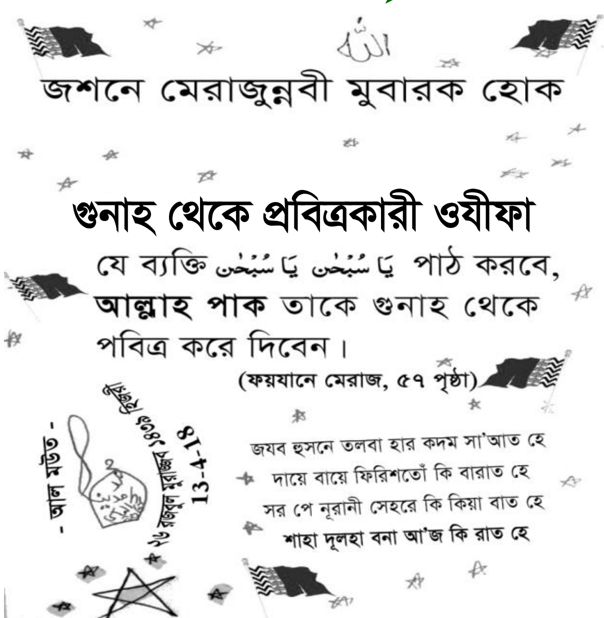

الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

রজব মাসে এ দোয়া পাঠ করা

যখন রজব মাসের আগমণ হতো তখন নবী করীম ﷺ এই দোয়া করতেন:

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْ رَجَبٍ وَّشَعْبَانَ وَبَلِّغْنَا رَمَضَانَ۔

অর্থাৎ হে আল্লাহ! তুমি আমাদের জন্য রজব ও শাবানের মধ্যে বরকত দান করো এবং আমাদের রমযান পর্যন্ত পৌঁছে দাও।

(আল মুজামুল আওসাত, ৩/৮৫, হাদীস: ৩৯৩৯)

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

হেড অফিস : গোলপাহাড় মোড়, ৩,আর, নিজাম রোড, পাঁচলাইশ, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৭১৩১১২৭২৬

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭

কে, এম, ভবন, দ্বিতীয় তলা, ১১ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৮৪৫৪০০৫৮৯

E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com, bdtarajim@gmail.com, Web: www.dawateislami.net